

ছোটোদের দৈনন্দিন
মাসনুন দুআ

ডেইলি দুআ

সংকলন ও সম্পাদনা

গার্ডিয়ান টিম



বাবা-মা ও শিক্ষকদের প্রতি

এই বইটি মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য। এই বইয়ের সবগুলো দুআ নেওয়া হয়েছে কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে। দুআগুলো একজন ব্যক্তির জীবনে দ্বিনি আচরণ ও বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরে। স্পষ্ট করে তোলে মুমিনের পরিচয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমরা শিশুদের অর্থ ছাড়াই বিভিন্ন দুআ শেখাই। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মুখস্থ করার কিছুদিন পরই তারা দুআগুলো ভুলে যায়। কারণ, তারা দুআর ভাব বুঝতে পারে না।

এই বইটির প্রতিটি দুআ সরল অর্থসহ দেওয়া হয়েছে। সাথে দুআর সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে শিশুরা দুআর পেন্ফাপট ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। এতে শিশুদের জ্ঞান ও ঈমানি শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। অভিভাবক হিসেবে আমরা প্রথমত নির্দিষ্ট একটি দুআ নিয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করব। দুআর অর্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবো। অতঃপর সঠিক উচ্চারণটা প্র্যাকটিস করিয়ে শিখিয়ে দেবো। এভাবে সময় নিয়ে নিয়ে একেকটি দুআ শিশুদের শেখাতে পারি।

অভিভাবকরা খেয়াল রাখতে পারি—শিশুরা সঠিক সময়ে সঠিক দুআগুলো পড়ছে কি না। কখনো দুআ পড়তে ভুলে গেলে বড়োরা তা পড়ে বা আমল করে তাদের স্মরণ করিয়ে দেবো।

আশা করছি, শিশুদের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর জিকির তথা আল্লাহর স্মরণ শেখানোর ক্ষেত্রে এ ছোট বইটি কাজে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

কোনো কিছুর শুরুতে পড়ব

بِسْمِ اللَّهِ

In the name of Allah.

আল্লাহর নামে ।



আমরা প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর কত কাজ করি, তাই না? প্রথমে ফজরের নামাজ পড়ি। কুরআন তিলাওয়াত করি। নাশতা করি। প্রয়োজনে যানবাহনে আরোহণ করি। খাওয়া-দাওয়ার সময় খাওয়া-দাওয়া করি ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজের শুরুতেই কিন্তু আমরা বিসমিল্লাহ পাঠ করি। আর হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনের সবগুলো সূরার শুরুতেই বিসমিল্লাহ রয়েছে। আর তা পড়তেও হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম সূরা হলো সূরা তাওবা। এর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না।

করও সাথে দেখা হলে বলব

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

May peace be with you.

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।



কারও সাথে দেখা হলে প্রথমে তাকে কী বলে সম্বোধন করো? কীভাবে অভিবাদন জানাও। অনেকে ইংরেজিতে বলে—Hi। আবার পালটা উত্তরে সে বলে—Hello।

কিন্তু একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে দেখা হলে এভাবে সম্বোধন করে না। তারা পরস্পরের শান্তি কামনা করে। সেটি কীভাবে?

সালামের মাধ্যমে। কারণ, সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দুটির অর্থই—তোমার ওপর শান্তি নেমে আসুক।

তাই কারও সাথে দেখা হলে আমরা আসসালামু আলাইকুম বলে অভিবাদন জানাব, কেমন? এটা রাসূল (সা.)-এর সুন্নত।

সালামের জবাবে বলব

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

May peace be with you.

আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক ।



কেউ আমাদের আসসালামু আলাইকুম বলে
অভিবাদন জানালে, তার উত্তরে আমরা বলি ওয়া
আলাইকুমুস সালাম ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই
কথা বলা শুরু করতেন । তিনি বলেছেন, সালাম
আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা ও
সম্মান বৃদ্ধি পায় । আর হ্যাঁ, কেউ সালাম দিলে কিন্তু
সালামের উত্তর দিতেই হবে । এটা ওয়াজিব ।

আর সালামের উত্তর দেওয়ার সময় আরেকটু বাড়িয়ে
বলা উত্তম । যেমন : আমরা বলতে পারি, ওয়া
আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ।

আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাতে পড়ব

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Praise be to Allah.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।